দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 05 JAN 1997

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ॥ যেন শ্বেতহস্তি

কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো মানে প্রতিমাসে হাতির খোরাক যোগানো। এ সেক্টরে নেই কোন নিয়মরীতি, নেই কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ। বল্গাহীনভাবে যে স্কুল যত বেশি মাইনে আদায় করতে পারছে সে স্কুল তত নামী-দামী বলে নিজকে পরিচয় করাতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া কিন্ডারগার্টেন স্কুল এখন ব্যবসায়ী হাতিয়ার। বিচিত্র কলাকৌশলে ছোট্ট সোনামণিদের জিম্মি করে কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ দ্রুত বড়লোক হচ্ছে। দু'হাতে অর্থ লুটছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ এ সেক্টরে খুবই জরুরী। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য কিন্ডারগার্টেন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বই নিয়ে ব্যবসা, ইউনিফরম, খাতাপত্র, পেন্সিল-কলম, টিফিন ইত্যাদি নিয়েও ব্যবসা।

ছোট সোনামণিদের স্কুল শেষে বাসায় ফেরার চঞ্চল সময়

কিন্ডারগার্টেনের অধিকাংশ প্রিন্সিপাল নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে যাবতীয় শিক্ষাসামগ্রী উচ্চমূল্যে ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করছে। নৈতিকতার কোন বালাই নেই। পড়ালেখার মানও প্রশ্নবিদ্ধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে এগিয়ে না আসলে অভিভাবকদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও শোষণের শেষ হবে না। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর স্কুলে পাঠদান উপযোগী নয়। সেই সাথে প্রিন্সিপাল শিক্ষকদের সম্মানজনক পারিশ্রমিকও দেন না।

মোটকথা, কিন্ডারগার্টেন সেক্টরটি অরক্ষিত ও অগোছাল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই-পুস্তকের মতো টেক্সট বুক বোর্ডের আওতায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিলেবাস ও পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করে সরকারীভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেই সাথে রাজধানীসহ সারা দেশের কিন্ডারগার্টেনসমূহ সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার। কেননা অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস রুম মুরগির খোপের মতো। গাদাগাদি করে ছাত্রছাত্রীরা বসে। অপ্রতুল বেঞ্চ-টেবিল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। অথচ কোমলমতি প্রাণ ছাত্রছাত্রীদের প্রাণোচ্ছল রাখার জন্য সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে যেসব প্রিন্সিপাল কিন্ডারগার্টেনে বই-পুস্তকের ব্যবসা করছে তাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্ডারগার্টেনের বইয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাই সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কিন্ডারগার্টেনের বই প্রকাশের ব্যবস্থা রাখাসহ কিন্ডারগার্টেনের জন্য পালনীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে আলাদা মন্ত্রণালয় কিংবা প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা সময়ের দাবি।

শরীফ মতিউর রহমান

পর্যায়ক্রমে ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি ফরম বিতরণের সময়সীমা ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। সম্মানিত অভিভাবক, আপনার পছন্দমতো আপনার আবাসের আশপাশের স্কুলে খোঁজ নিয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করুন।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও অভিভাবকদের টেনশনের শেষ নেই, যতক্ষণ ছেলে কিংবা মেয়েকে পছন্দমতো স্কুলে ভর্তি করা না যায়। ইতোমধ্যে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েকে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পাঠিয়েছেন। পকেট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খসে পড়েছে। তবুও দুঃখ থাকবে না, যদি ভাল কোন স্কুলে ছেলে কিংবা মেয়েটি ভর্তির সুযোগ পায়।

অভিভাবকদের টেনশনের কারণ হচ্ছে রাজধানীতে বসবাসরত লোকজনের তুলনায় ভাল স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া আসনসংখ্যা সীমিত। এদিকে সরকার নজর দিলে অভিভাবকরা হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেতেন। ভর্তির সুযোগ নিয়ে অনেক স্কুল ব্যবসা করছে। ডোনেশনের প্রহসন মধ্যবিত্তের জন্য মরণপ্রথা। এ প্রথা বাতিল হওয়া প্রয়োজন। সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। তাছাড়া স্কুলগুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য জরুরীভিত্তিতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করা যেতে পারে। •